



22302 - এমন ক'ছি নারী যাদরে সাথে কোন কোন অবস্থায় ববিহ বন্ধন জায়যে; আর কোন কোন অবস্থায় জায়যে নয়

প্রশ্ন

ইসলামে কি এমন ক'ছি অবস্থা আছে যে, ক'ছি অবস্থায় যে নারীর সাথে ববিহ জায়যে; আবার ক'ছি ক'ছি অবস্থায় একই নারীর সাথে ববিহ জায়যে নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; এমন ক'ছি অবস্থা রয়েছে। নীচে ক'ছি উদাহরণ পশে করা হলো যাতে বিষয়টি পরিস্কার হয়:

১। ইদ্দত পালনরত নারীকে অন্য কোন পুরুষ বয়িে করা হারাম। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং নরিদমিট কাল পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ববিহ বন্ধনরে সংকল্প করো না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৫] এ বধিনরে গূঢ় রহস্য হলো সেই নারী গর্ভবতী হওয়া থেকে নরিাপদ না হওয়া। যার ফলে একজনরে পানরি সাথে অন্যজনরে পানরি মশ্রিণ ঘটবে এবং বংশ পরচিয়ে জটলিতা তরী হবে।

২। ব্যভচারী নারীকে বয়িে করা; যদি তার ব্যভচাররে কথা জানতে পারে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই নারী তাওবা করে ও তার ইদ্দত শযে হয়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং ব্যভচারিণী নারী— তাকে ব্যভচারী অথবা মুশরকি ছাড়া কটে বয়িে করে না। আর মুমনিদরে জন্য তা হারাম করা হয়েছে।”[সূরা নূর, আয়াত: ৩]

৩। যে পুরুষ তার স্ত্রীকে তনি তালাক্ব দিয়েছে সেই নারীর অন্যত্র সঠকিভাবে বয়িে হওয়া এবং ঐ স্বামী তার সাথে সহবাস করা ছাড়া তাকে বয়িে করা হারাম। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তালাক্ব দুইবার... যদি তাকে তালাক্ব দিয়ে” অর্থাৎ তৃতীয় বার। তাহলে এরপর স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য এক স্বামীকে বয়িে করে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩০]

৪। (হজ্জ-উমরার) ইহরামরত নারীকে বয়িে করা হারাম, যতক্ষণ না সে নারী ইহরাম থেকে হালাল হন।

৫। দুই বোনকে একত্রে বয়িে করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং দুই বোনকে একত্রে করা” [সূরা নসিা, আয়াত:



২৩] অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার ফুফুক এবং কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বয়ে করা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা কোন নারী ও তার ফুফুর মাঝে (বয়েরে ক্ষত্রে) একত্রতি করবে না এবং কোন নারী ও তার খালার মধ্যে একত্রতি করবে না” [সহি বুখারী ও সহি মুসলমি] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বধানে হতে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “যদি তোমরা এটিকর তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করবে”। আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো এ কারণে ছিন্ন হবে যহেতে সতীনদরে মাঝে ঙ্গিষা থাকে। তাই যদি সতীনদরে একজন অন্যদরে রক্তরে সম্পর্করে আত্মীয়া হয়; তাদরে মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন ঘটবে। তবে যদি একজনকে তালাক্ব দিয়ে দেয়া হয় এবং তার ইদ্দত শেষে হয়ে যায় তখন তার বোন, ফুফু বা খালাকে বয়ে করা জায়যে; সেই অনষ্টিটটি অটুট না থাকার কারণে।

৬। চারজনরে অধিকি নারীকে একত্রে বয়ে করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তাহলে (সাধারণ) নারীদরে মধ্যে তোমাদরে পছন্দ হয় এমন দুইজন, তনিজন কথিবা চারজনকে বয়ে কর।” [সূরা নসিা, আয়াত: ৩] এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল এবং তাদরে চারজনরে অধিকি স্ত্রী ছিলি তাদরেকে চারজন রেখে বাকীদরেকে তালাক্ব দিয়ে দেয়ার নর্দশে দিয়েছিলি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।